ডাঃ লাভলী রহমানের ক্লিনিক

এমারটন ভেটেনারি ক্লিনিক

মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নেই। জন্ম, বড় হওয়া, খাদ্য, প্রজনন, অসুখ বিসুখ, বার্ধক্য, জড়া, মৃত্যু - সেই একই চক্রে বাঁধা আমাদের জীবন। বুদ্ধিতে মানুষ অন্য প্রানীদের ছাড়িয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু ভুলে যায়নি তাদের। তাই কিছু কিছু মানুষ তাদের দীর্ঘ অধ্যাবসয় লব্ধ জ্ঞান নিয়ে এসেছেন পশুদের সেবায়। শল্য চিকিৎসক (Veterinary Surgon) ডাঃ লাভলী রহমান তাদের একজন। ১৯৮৯ সালে ময়মেনসিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভেটেনারি সাইন্সে লেখাপড়া শেষ করে ১৯৯৪ সালে স্বামী ডাঃ নুরুর রহমান খোকনের সাথে অষ্ট্রেলিয়ায় আসেন তিনি। এদেশে চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য নতুন করে লেখাপড়া শুরু করেন লাভলী রহমান। কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেনারি সাইন্সে ব্যাচেলার ডিগ্রী পাবার জন্য পাঁচ বছর লেখাপড়া করতে হয়। বাংলাদেশের ডিগ্রী থাকার কারনে তিনি তিন বছরে এই কোর্স শেষ করতে সক্ষম হন। দুই সন্তানের জননী লাভলী রহমান তিন বছর সিডনী - ব্রিসবেন ছোটাছুটি করে ২০০৪ সালে লেখাপড়া শেষ করেন। শুরু করেন নিজ পেশায় কর্মজীবন। RSPCA সহ বিভিন্ন ভেটেনারি ক্লিনিকে কাজ করেছেন। গত ফেব্রুয়ারীতে তিনি সিডনীর পশ্চিম অঞ্চলীয় সাবার্ব এমারটন এর এই ক্লনিকে (ওপরের ছবি) ডাঃ আলফ্রেড সেসে এর অধীনে চাকরী শুরু করেন। ডাঃ সেসে দীর্ঘ তিরিশ বছর এ অঞ্চলে কাজ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এখন তার অবসর গ্রহনের পালা। ডাঃ লাভলী রহমানের কাজে সন্তষ্ট ডাঃ সেসে তার কাছেই ক্লিনিকের মালিকানা হস্তান্তরের প্রস্তাব দেন। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানোর পাত্রী নন ডাঃ লাভলী রহমান। স্বামী নুরুর রহমানের (যিনি নিজেও একজন ভেটেনারি চিকিৎসক, বর্তমানে এডেলাইডে কর্মরত) সাথে আলাপ করে ক্লিনিকটি কিনে ফেলার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তিনি। গত ৮ই জুন থেকে ডাঃ লাভলী রহমান এই ক্লিনিকটির মালিক। ডাঃ সেসে এখনো মাঝে মাঝে এসে সাহায্য করেন তাকে। তবে তিনি এখন কর্মচারী, মালিক নন। মালিক একজন বঙ্গ ললনা। তিনি এখন এ অঞ্চলের সব অজি বজিদের পোসা পশু-পাখীর ডাক্তার, বায়োকেমিষ্ট, ডেন্টিষ্ট, এ্যনেসথেটিষ্ট, সার্জন - সবকিছু। মানুষের ক্ষেত্রে এসব কাজের জন্য আলাদা আলাদা বিশেষজ্ঞ আছে কিন্তু পশুদের বেলায় সবদিক একজনকেই দেখতে হয়।

রুগী দেখতে ব্যস্ত

অপারেশন থিয়েটার

নতুন মালিকানায় যাত্রা শুরু উপলক্ষে গত ১৬ই জুন ক্লিনিকে একটি মিলাদের আয়োজন করা হয়েছিল। একটা ঝামেলায় আটকা পড়েগিয়েছিলাম বলে সেদিন আসতে পারিনি। ভেবেছি পরে একদিন গিয়ে দেখে আসবো। আমাদের পোষা বিড়াল মিমিকে অনেকবার ভেটেনারি ক্লিনিকে নিতে হয়েছে। তবে সে কাজটা বরাবর আমার স্ত্রীই করে থাকেন ফলে এদেশে ভেটেনারি ক্লিনিক দেখার সুযোগ হয়নি। এ সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইনি। গত শনিবার দেখতে গিয়েছিলাম ডাঃ লাভলী রহমানের ক্লিনিক। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী এবং নিজ পেশায় গর্বিতা লাভলী রহমান ঘুরে ঘুরে দেখালেন তার ক্লিনিক। রিসেপশন রুম, কনসালটিং রুম, এক্সরে মেশিন, বায়োকেমেষ্ট্রি ল্যাব, অটো ক্লেভ, এ্যানেসথেটিক মেশিন, অক্সিজেন, অপারেশন থিয়েটার, রিকভারি রুম। ঘুরে ঘুরে দেখছি আর অবাক হচ্ছি। ভাবছি বাংলাদেশের কথা।

মানুষের যেসব অসুখ বিসুখ হয় তার সবই পশুদের হতে পারে, জ্বর, পেট ব্যাথা, চোখে ছানি পড়া, কানে কম শোনা, হাত-পা ভাঙ্গা, চর্মরোগ, কৃমি, আলসার, ক্যান্সার - সব। মানুষ তার অসুবিধার কথা মুখে বলতে পারে, পশুরা পারে না। তাই ওদের চিকিৎসা যারা করেন তাদের দরকার হয় বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টি। পোষা প্রানীকে সবাই ভালোবাসে। কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সে ভালোবাসা মনে হয় অনেক বেশী গভীর। ওরা হয়ে ওঠে পরিবার সদস্যের মত। নামের সাথেও যুক্ত হয় পরিবারের পদবী। মনে করুন মিষ্টার স্মিথের একটি কুকুর আছে, তার নাম টম। ক্লিনিকের ফাইলে তার নাম লেখা হবে টম স্মিথ। মিষ্টার আর মিসেস স্মিথের ছেলে-মেয়েদের নামের ব্যাপারে যে নিয়ম, টম এর ক্ষেত্রেও তাই। টম এর আসুখ হলে মিষ্টার আর মিসেস স্মিথ বিচলিত হন। ছুটে আসেন ক্লিনিকে। যত খরচই হোক সুস্থ করে তুলতে হবে টমকে।

স্বামীর সাথে নিজ অফিসে

- আনিসুর রহমান